# RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
# VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. ( Compulsory Course ) (CBCS) 2020
Semester - VI , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

## Analysis of North Indian Musical Forms

## B) KIRTON .....Contd..

## কীর্তনের ঘরানা

### ১) গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী

রাজশাহী জেলার গড়েরহাট পরগণার খেতুরীতে এই পদ্ধতির কীর্তন প্রথম প্রচলিত হয়। পরগণার নামানুসারে এই রীতির নামকরণ করা হয়। ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত কর্তৃক ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক মহা বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উৎসবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই পদ্ধতির কীর্তন প্রথম প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম বিশুদ্ধ হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর এই কীর্তন পদ্ধতিকে স্থাপনা করেন। এই রীতি ধ্রুপদের আধারে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই প্রথম লীলা কীর্তন গাইবার আগে 'গৌরচন্দ্রিকা' গাইবার রীতি প্রবর্তন করেন এবং গীতসঙ্গতে দুইজন মৃদঙ্গ বাদক নিযুক্ত করেন।

এই রীতির বৈশিষ্ট্য হল - এর লয়ের গতিমন্থরতা। এই শ্রেণির

কীর্তনে ১০৮ রকমের তাল ব্যবহৃত হয়। একটি গান একই তালে ও লয়ে গাওয়া হয়। লয়ের গতির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই ধ্রুপদাঙ্গ রীতির কীর্তনে ব্যবহৃত প্রধান রাগগুলি হল বিভাস, কামোদ, গৌরী, মল্লার, বড়ারী, ময়ুর ইত্যাদি। তবে একই তালের গানে শ্রুতিবৈচিত্র আনার জন্য মৃদঙ্গের বোল বৈচিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

## ২) মনোহরশাহী

মনোহরশাহী কীর্তনের রীতির উৎপত্তি পদকর্তা জ্ঞানদাসের ভূমি, বর্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগণার কাঁদড়া গ্রামে। এই রীতির স্রষ্টা হলেন যৌথভাবে জ্ঞানদাস, মনোহরদাস, রঘুনন্দন এবং নৃসিংহ মিত্র ঠাকুর। কীর্তনের প্রাচীন ধারার সুসংস্কৃত রূপ হল এই রীতি। গড়ানহাটী রীতির প্রভাব থাকলেও এই কীর্তনে ধ্রুপদাঙ্গ রীতির বদলে খেয়ালাঙ্গ রীতির ব্যবহার দেখা যায়। প্রায় সব রকম শাস্ত্রীয় রাগের ব্যবহার এতে প্রচলিত। এতে ৫৮ রকমের তালের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

## ৩) রেণেটী

রেণেটী কীর্তনের উৎপত্তি বর্ধমান জেলার রাণীহাটী পরগণায়। পদকর্তা শ্রী বিপ্রদাস ঘোষ এই রীতির প্রবর্তক। রেণেটী কীর্তন পদ্ধতিকে অনেক গুণীজন হিন্দুস্থানী ঠুমরীর সাথে তুলনা করেন। কিন্তু সঙ্গীততত্ত্ববিদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মনে করেন এই রীতি টপ্পার ছাঁচে সৃষ্ট। এই কীর্তন পদ্ধতিতে ২৬ প্রকার তালের ব্যবহার হয়। তার মধ্যে দশকোশী ও শশিশেখর প্রধান। এই গানে সন্ধ্যাকালীন বেহাগ রাগের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। সঙ্গতে শ্রীখোল বাদন রীতিরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই পদ্ধতির গান বর্তমানে প্রায় অবলুপ্ত।

## ৪) মন্দারিণী

কীর্তনের এই রীতিটির উৎপত্তি হয়েছে বাংলা ও উড়িষ্যা সিমান্তের গড়-মন্দারণ অঞ্চলে। এর স্রষ্টা হলেন পদকর্তা শ্রী গোকুলানন্দ আচার্য্য। তিনি সংস্কৃত মিশ্র বাংলা ভাষায় পদ রচনা করতেন। এই রীতিতে তালের বৈচিত্র একটু কম। মোট ৯ রকমের তাল এতে ব্যবহৃত হয়। একটু লঘু তালেই এই গান পরিবেশন করা হয়। এতে ঐ অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের প্রভাব দেখা যায়। কীর্তনের এই ধারাটি ক্রমবিলুপ্তির পথে।

## ৫) ঝাড়খন্ডী

কীর্তনের এই রীতির উদ্ভব জঙ্গল ঘেরা ঝাড়খন্ড অঞ্চলে হয়েছে। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে ওই অঞ্চলের শ্রী শিবদাস কায়স্থ নামক এক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মিথিলায় গিয়ে ভজন কীর্তন শিখে এসে ঝাড়খন্ডে এই রীতির প্রচলন করেন। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন কবীন্দ্র গোকুল নামে এক ব্যক্তি ঝুমুর গানের রীতির সাথে কীর্তনের রীতিকে মিলিয়ে এই নতুন রীতির সৃষ্টি করেন। তবে ঝারখন্ড অঞ্চলের গায়কগণ মনে করেন এই রীতি ঝুমুর গানেরই প্রকারভেদ। এতে দাঁড় ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর এবং পাতা ঝুমুরের বিশেষ প্রভাব আছে। তবে স্বতন্ত্র রীতি রূপে ঝড়খন্ডী-কীর্তন গান হারিয়ে যেতে বসেছে। কালপ্রভাবে আগামি দিনে হয়তো সম্পূর্ণই হারিয়ে যাবে।

**To be continued in the next set.